গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা

সেপ্টেম্বর/২০১৪ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ মনসুর আলী সিকদার এন.ডি.সি
ভারপ্রাপ্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
তারিখ : ২৩.০৯.২০১৪
সময় : বেলা ২ঃ ৩০ ঘটিকা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ (৮ম তলা), রেল ভবন, ঢাকা।

০২। উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট - 'ক'

০৩। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। এরপর গত ১৪.০৮.২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হওয়ায় তা দৃঢ়করণ করা হয়। অত:পর সভাপতি আলোচ্যসূচি উপস্থাপনের অনুরোধ জানালে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন।

০৪। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ঃ

(ক) ভূমি সংক্রান্ত বিষয়সমূহঃ

৪.১। বিমানবন্দর এলাকায় আজমপুর রেলগেইট সংলগ্ন স্থানে বাংলাদেশ রেলওয়ের জমিতে স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রমের বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ দ্রুত ভ্যাকেট করার লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ।

আলোচনাঃ

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে জানান যে, মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের স্থগিতাদেশ Vacate আদেশের সার্টিফাইড কপি আইন কর্মকর্তা (পূর্ব) কর্তৃক সংগৃহীত হয়েছে। উক্ত জমিতে স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিইও (পূর্ব) কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি সংশিণ্টদেরকে বর্ণিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, উচ্ছেদকৃত জায়গায় পুনরায় অবৈধ দখল না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি অনসার নিয়োগের মাধ্যমে পাহারার ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া, তিনি ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা-জয়দেবপুর রেল লাইনের দুই পার্শে জায়গা যাতে পুনরায় অবৈধ দখল না হয়ে যায় সে বিষয়ে নিয়মিত মনিটরিং অব্যাহত রাখতে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বিমানবন্দর এলাকায় আজমপুর রেলগেইট সংলগ্ন স্থানে বাংলাদেশ রেলওয়ের জমিতে স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(২) ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা-জয়দেবপুর রেল লাইনের দুই পাশে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান নিয়মিতভাবে করতে হবে এবং উচ্ছেদকৃত জায়গা যাতে পুনরায় বেদখল না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

(৩) আনসার নিয়োগের মাধ্যমে পাহারার ব্যবস্থা করে উচ্ছেদকৃত জায়গায় পুনরায় অবৈধ দখল না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। অবৈধ দখল প্রবণ এলাকায় কাটাতার কিংবা সীমানা প্রাচীর নির্মাণের মাধ্যমে দখলমুক্ত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে /কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। জিএম (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে
৪। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত), (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৫। ডিআইজি, রেলওয়ে পুলিশ
৬। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব)।

৪.২। বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি প্রসঙ্গে।

আলোচনাঃ

সহকারী সচিব (ভূমি) জানান যে, আগস্ট/২০১৪ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন সাটিফিকেট মামলার সংখ্যা ১৭৬টি, আগস্ট/২০১৪ মাসে কোন নতুন মামলা দায়ের হয়নি এবং এ মাসে কোন মামলা নিষ্পত্তি হয়নি। মোট অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা-১৭৬টি। আগস্ট/২০১৪ মাসের আদায়কৃত টাকার পরিমাণ- ২,৬২,০০০/- টাকা এবং মোট অনাদায়ী টাকার পরিমান ১১,৪৫,,০৭,৭২৮টাকা।

সভাপতি এ বিষয়ে চিফ এস্টেট অফিসার (পূর্ব/পশ্চিম)কে বকেয়া আদায়ের স্বার্থে যাচাইক্রমে নতুন মামলা দায়ের এবং চলমান মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি আরোও বলেন যে, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের সাথে যোগাযোগ করে মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে গতি সঞ্চারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সাথে সাথে উচ্ছেদ কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে জানান যে, দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিঃ এর বিষয়ে বিধি মোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জিএম(পূর্ব)কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। আন্তঃজেলা বাস মালিক সমিতি, কদমতলী এবং ধুম শুভপুর বাস মালিক সমিতি এর অবৈধভাবে দখলকৃত জমির বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ অনাদায়ী অর্থ আদায়ের বিষয়ে সিইও, পূর্ব কর্তৃক জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রামকে পৃথকভাবে পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে ফলো-আপ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সিইও(পূর্ব) কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) পেন্ডিং সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বকেয়া আদায়ের তৎপরতা জোরদার করতে হবে। প্রয়োজনে নতুন মামলা দায়েরের ব্যবস্থা নিতে হবে।

(২) জিএম (পূর্ব/পশ্চিম) এর সভাপতিত্বে সিইও (পূর্ব/পশ্চিম), সংশ্লিষ্ট আইন কর্মকর্তা ও অন্যান্য সকলকে নিয়ে রেলওয়ের অবৈধ দখলকৃত জমি উচ্ছেদ সংক্রান্ত ও দেওয়ানী মামলার বিষয়ে প্রতিমাসে সভা আয়োজন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ পূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। দেওয়ানী মামলায় রেলের পক্ষে রায় হওয়া জমি যথাসময়ে দখলে নিতে হবে।

(৩) দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিঃ, আন্তঃজেলা বাস মালিক সমিতি, কদমতলী এবং ধুম শুভপুর বাসমালিক সমিতি এর অবৈধভাবে দখলকৃত জমির বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ অনাদায়ী অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক ফলো-আপ প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত) (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.৩। বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত **সংশোধনী নীতিমালা প্রণয়ন।**

আলোচনাঃ

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভায় জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা সংশোধনী খসড়া নীতিমালা দাখিল করা হয়েছে। সভাপতি খসড়া নীতিমালা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চূড়ান্ত করতে হবে মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্তঃ

বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত খসড়া নীতিমালা পরীক্ষা নিরীক্ষান্তে চুড়ান্ত করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত), (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম)।

৪.৪। বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ।

আলোচনাঃ

অতিরিক্ত সচিব(প্রশাসন) জানান যে, ভূমি সংস্কার বোর্ড হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ভূমি উন্নয়ন কর বাবদ ৩০ জুন/২০০৫ পর্যন্ত সময়ের বকেয়া ২৫৯,৩০,২৩,৬৭৯/- টাকা এবং ১লা জুলাই, ২০০৫ হতে তৎপরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ২০১২-১৩ অর্থ বছরে জুন পর্যন্ত বকেয়া ৮০,৯২,৫৯,৮৫২/- টাকা দেখানো হয়েছে। সভাপতি মহোদয় প্রাপ্ত তথ্য যাচাই-বাছাই করে সঠিক দাবি নির্ধারণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া তিনি ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের বিষয়ে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্যও মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে অনুরোধ জানান। তা ছাড়া যে টাকা বরাদ্দ পাওয়া যাচ্ছে তা দ্রুত পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা মতে রেল লাইনের ভূমি নন-ট্যাক্স হিসাবে গণ্য করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণেরও অনুরোধ জানান।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) ভূমি সংস্কার বোর্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে প্রেরণ পূর্বক যাছাই বাছাই করে সঠিক দাবী নির্ধারণ পূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যাচাই করে প্রকৃত দাবি নির্ধারণ করতে হবে।

(২) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৩) রেল লাইনের ভূমি নন-ট্যাক্স হিসাবে গণ্য করার বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কাযক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। যুগ্ম-সচিব (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৫। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.৫। বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি আধুনিক পদ্ধতিতে সার্ভে করে Land Use Plan প্রণয়ন সংক্রান্ত।

আলোচনাঃ

যুগ্ম-সচিব (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয় জানান যে, শেলটেক কনসালটেন্ট (প্রা:) লিঃ কর্তৃক Land Survey and Preparation of Land use plan তৈরীর প্রকল্পের মেয়াদ সর্বশেষ বারের মত ৩১-১২-২০১৪ তারিখ পর্যন্ড় বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি জুন/২০১৪ পর্যন্ত ৬৮% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৪৫%। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি, ৩১-১২-২০১৪ তারিখের মধ্যে কাজ সমাপ্ত করার বিষয়ে কি কি অসুবিধা পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং সেগুলো উত্তোরণের কৌশল সম্পর্কে যুগ্ম-মহাপরিচালক(প্রকৌশল) এর সভাপতিত্বে গত ২০-০৮-২০১৪ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পূর্বাঞ্চলের ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্ট ও প্রস্তাবিত ল্যান্ড ইউজ প্ল্যানের ওপর মতামত গ্রণের জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রামের সিআরবিতে ১৪-০৯-২০১৪ ও ১৬-০৯-২০১৪ তারিখে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনসহ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্তের কাজ চলমান আছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বর্ধিত সময়ের পূর্বে অর্থাৎ ৩০ ডিসেম্বর/২০১৪ এর পূর্বে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

(২) পূর্বাঞ্চলের দাখিলকৃত ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্ট কাজের বিষয়ে চূড়ান্ত দ্রুত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রদান করতে হবে।

(৩) পশ্চিমাঞ্চলের ইতোমধ্যে সম্পাদনকৃত কাজের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে Power Point Presentation এর ব্যবস্থা করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত-মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। প্রকল্প পরিচালক (সংশি- ষ্ট) ।
৪। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত) (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.৬। ঢাকা বিমান বন্দর এলাকার ভূমি নিয়ে বিরোধ।

আলোচনাঃ

যুগ্ম-সচিব (ভূমি) জানান যে, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিরোধীয় ভূমিতে র‍্যাব এর হেড কোয়ার্টার নির্মাণের জন্য জমি বরাদ্দ প্রদান করায় এবং বিমানের জন্য জেট এয়ার ফুয়েল পরিবহণের জন্য সাইডিং লাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত স্থান সংকুলান না হওয়ার বিষয়টি সরেজমিনে পরিদর্শন ও সুপারিশ প্রণয়নের জন্য উক্ত সভায় একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যবৃন্দ ইতোমধ্যে ঘটনা স্থলে সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন। কমিটির সদস্যবৃন্দ ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি সভাও করেছে। কমিটির অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে কমিটির মেয়াদ ১(এক) মাস বৃদ্ধির করা হয়েছে।

ডিজি, বিআর জানান যে, বর্ণিত রেল ভূমি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যেন অবৈধভাবে দখল না করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য ডিইও, ঢাকাকে নিয়মিত মনিটরিং করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বর্ণিত রেলওয়ের ভূমি কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যেন অবৈধভাবে দখল না করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

(২) গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি যথাসময়ে প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত) (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব)।

(খ) সাধারণ প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়সমূহঃ

৪.৭। বাংলাদেশ রেলওয়ের শূন্য পদে লোক নিয়োগ।

আলোচনাঃ

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে জানান যে, দ্রুত নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করে কর্মচারী পদায়নের জন্য জিএম/পূর্ব ও পশ্চিম কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যে সমস্ড় ক্ষেত্রে মামলার জন্য নিয়োগ কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হচ্ছে সে সব মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করে জনবল নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য জিএমদের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ রেলওয়ের মামলাসমূহের দ্রুত নিষ্পত্তি জন্য একটি বিশেষ বেঞ্চে মামলার শুনানীর নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিজ্ঞ এর্টনী জেনারেলকে ডি.ও পত্র লেখা হয়েছে। ছাড়পত্র পাওয়া যে সমস্ড় পদে নিয়োগ কার্যক্রম এখনো বাকী আছে তা দ্রুত সম্পন্ন করে পরিপালন প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য জিএম (পূর্ব ও পশ্চিম) কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। স্বচ্ছতার সাথে নিয়োগ কার্যক্রম চুড়ান্ড় করার জন্যও উভয় অঞ্চলের জিএমগণকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) নিয়োগ সংক্রান্ত চলমান মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতঃ নিয়োগ সম্পাদন করতে হবে।

(২) নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যথাযথ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে।

(৩) ডিসেম্বর/২০১৪ এর মধ্যে ছাড়পত্র পাওয়া পদ সমূহের নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে।

(৪) নব নিয়োগকৃত কর্মচারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে
২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.৮। মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো।

আলোচনাঃ

সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) জানান যে, এ বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে । পদ সৃজনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নতুন ৭১টি পদ সৃজনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত প্রস্তাব দ্রুত অনুমোদনের বিষয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.৯। নিয়োগ বিধি প্রণয়ন।

আলোচনাঃ

সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) জানান যে, ডিজি,বিআর হতে বাংলাদেশ রেলওয়ের নন-গেজেটেড কর্মচারীদের খসড়া নিয়োগ বিধি পাওয়া গেছে । তা অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত বাংলাদেশ রেলওয়ে নন-গেজেটেড কর্মচারীদের খসড়া নিয়োগবিধি অনুমোদনের জন্য নিয়মিত যোগাযোগের জন্য মন্ত্রণালয়ের উপ সচিব(প্রশাসন)কে ও বাংলাদেশ রেলওয়ের পরিচালক(সংস্থাপন)কে লিয়াজো কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হলো।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। উপ-সচিব (প্রশাসন) রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে ।

৪.১০। ক্যাডার কম্পোজিশন রুলস প্রণয়ন, নিয়োগ বিধি প্রণয়ন।

আলোচনাঃ

সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) জানান যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। সভাপতি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে দ্রুত ক্যাডার কম্পোজিশন রুলস ও নিয়োগ বিধি প্রণয়ন চুড়ান্ত করার বিষয়ে তাগিদ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

এ বিষয়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা উপ-সচিব (প্রশাসন) ও উপ-পরিচালক (সংস্থাপন) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে ক্যাডার কম্পোজিশন রুলস ও নিয়োগ বিধি প্রণয়ন চুড়ান্ত করবেন। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) বিষয়টি মনিটরিং করবেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। উপ-পরিচালক/ই-১, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.১১। বাংলাদেশ রেলওয়ের অডিট আপত্তি।

আলোচনাঃ

উপসচিব (অডিট) জানান যে, আগস্ট/২০১৪ পর্যন্ড় অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৪,৫৮৯টি। আগস্ট/২০১৪ মাসে নিষ্পত্তি হয়েছে ৮৫টি। আগস্ট/২০১৪ পর্যন্ড় মোট অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা- ১৪,৫০৪টি, সাধারণ অনিষ্পন্ন- ১৩,০৫১টি, অগ্রিম অনিষ্পন্ন- ৮৬০ টি, খসড়া অনিষ্পন্ন- ৫৯৩ টি।

উলেণ্ডখ্য, গত ২৪.০৮.২০১৪ তারিখে পশ্চিমাঞ্চলের ৪১টি অডিট আপত্তি এবং ২৮.০৮.২০১৪ তারিখে পূর্বাঞ্চলের ৫০টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া আগামী ২৫.০৯.২০১৪ তারিখে পূর্বাঞ্চলের ৪৬টি অডিট আপত্তি এবং ২৯.০৯.২০১৪ তারিখে পশ্চিমাঞ্চলের ৫১টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হবে মর্মে জানিয়েছেন।

তিনি আরো জানান যে, অগষ্ট ২০১৪ মাসে মোট ৮০টি ব্রডশীট জবাব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহাপরিচালক, রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করেন এবং ১৫টি অগ্রিম অনুচ্ছেদভুক্ত অডিট আপত্তির নিষ্পত্তিমূলক ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করার জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে অনুরোধ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) প্রয়োজনীয় প্রমাণকসহ যথাসময়ে জবাব প্রদানপূর্বক অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(২) অডিট আপত্তি নিস্পত্তির লক্ষ্যে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব ও পশ্চিম) কে প্রতি মাসে অন্ততঃ দু'বার নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করতে হবে এবং দ্বি-পক্ষীয় সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

(৩) ত্রি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমেও অডিট আপত্তি নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৪) অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। উপ-সচিব (অডিট), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১২। বাংলাদেশ রেলওয়ের পেনশন কেস নিস্পত্তি।

আলোচনাঃ

সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর পেনশন কেইস অনিস্পন্ন নেই।

ডিজি, বিআর জানান যে, পেনশন কেস দ্রুততার সাথে নিস্পন্ন করার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে মনিটরিং করা হচ্ছে। জুলাই/২০১৪ মাসের জের ০৫টি, আগস্ট/২০১৪ মাসে নতুন কেইস ১ টি এবং নিস্পত্তি ১টি। অনিস্পন্ন সংখ্যা ৫টি।

সিদ্ধান্তঃ

(১) পেনশন কেস প্রেরণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অডিট আপত্তি নেই এমন সার্টিফিকেট সংগ্রহপূর্বক পেনশন মঞ্জুর সম্পর্কে অফিস প্রধানের সুস্পষ্ট মন্তব্যসহ যথাযথভাবে পেনশন প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(২) পেনশন কেস দ্রুত নিস্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া অডিট আপত্তির কারনে দীর্ঘদিন ধরে পেন্ডিং থাকা ০৩টি (তিন) পেনশন কেস দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৩) ডিজি,বিআর এর দপ্তর হতে পেনশন কেস সমূহ যথাযথভাবে যাচাই বাছাই করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। উপ-সচিব (অডিট), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১৩। বিভাগীয় মামলা।

আলোচনাঃ

সিনিয়র সহকারী সচিব (শৃঙ্খলা) সভায় জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ে চলমান বিভাগীয় মামলার সংখ্যাঃ ৪২টি, চলতি মাসে কোন বিভাগীয় মামলা হয়নি, চলতি মাসে বিভাগীয় মামলার নিস্পত্তির সংখ্যা ০২ টি, অস্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার মোট সংখ্যা ৪০টি। তিনি আরো বলেন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে এর তথ্যে জানা যায় জুলাই/২০১৪ মাসের জের ২৫৯ টি, আগস্ট /২০১৪ মাসে নতুন মামলা হয়েছে ৪০টি, নিস্পত্তি হয়েছে ৩০ টি। আগস্ট/২০১৪ মাসের জের ২৬৯টি।
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভাকে অবহিত করেন যে, যে সকল বিভাগীয় মামলা ৬ মাসের অধিক পেন্ডিং রয়েছে সেগুলোর দ্রুত নিস্পত্তির জন্য মহাব্যবস্থাপকদেরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
সভাপতি বাংলাদেশ রেলওয়ের মাধ্যমে পরিচালিত মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। তাছাড়া মন্ত্রণালয়ে চলমান মামলাসমূহ সময়মত উপস্থাপন করে পেন্ডিং মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির পরামর্শ প্রদাণ করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(২) প্রাক্তন জিএম জনাব ইউসুফ আলী মৃধা এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ১৬টি বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত রিট পিটিশন এর বিষয়ে আইনানুগ প্রতিদ্বন্দিতা করতে হবে।

(৩) যে সকল মামলা ৬ মাসের অধিক পেন্ডিং রয়েছে সেগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত), (আইন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। সিনিয়র সহকারী সচিব (শৃঙ্খলা), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১৪। পরিদর্শন।

আলোচনাঃ

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভায় জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কোন কর্মকর্তা হতে পরিদর্শন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি ।
ডিজি, বিআর এর দপ্তর হতে জানানো হয়েছে যে, গত ১৩-৩-২০১৪ তারিখে যুগ্ম-মহাপরিচালক/প্রকৌশল, পরিচালক/প্রকৌশল এবং উপ-পরিচালক/ভূ-সম্পত্তি কর্তৃক যৌথভাবে ভূ-সম্পত্তি শাখা পরিদর্শন করা হয়েছে এবং একটি প্রতিবেদন পরিচালক/প্রকৌশল এর স্বাক্ষরে দাখিল করা হয়েছে। সভাপতি সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪ মোতাবেক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণকে শাখা/অধিশাখা পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশনা প্রদান করেন। তাছাড়া বাংলাশে রেলওয়ের কোড/ম্যানুয়াল অনুযায়ী সংশি- ষ্ট কর্মকর্তাগণ নিয়মিতভাবে তাদের অধিনস্ত অফিস পরিদর্শন করে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য অনুরোধ জানান।

সিদ্ধান্তঃ

(১) সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪ মোতাবেক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ শাখা/অধিশাখা পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন ।
(২) সংস্থার প্রধান ও বিভাগীয় প্রধানগণ ম্যানুয়াল অনুযায়ী নিজ নিজ অফিস পরিদর্শনসহ মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন অব্যাহত রাখবেন এবং পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা।
২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব ও পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে ।

৪.১৫। ওয়েব সাইট তৈরি ও ইন্টারনেট সংযোগ।

আলোচনাঃ

প্রোগ্রামার, রেলপথ মন্ত্রণালয় জানান যে, অত্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট করা হয়। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে তাদের ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট করার জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ রেলওয়ের পরিচালনায় রেলওয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদ করণের নিমিত্ত ইতোমধ্যে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে পত্র প্রেরণ করেছেন।রেলভবনে Wifi Zone স্থাপনের বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহাপরিচালক,বাংলাদেশ রেলওয়েকে ইতোমধ্যে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে । টিকেট কালোবাজারী এবং ইন্টারনেট এ টিকেট ক্রয়ের ক্ষেত্রে সমস্যাসমূহ সমাধানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডিজি,বিআরকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ডিজি,বিআর এর তথ্য থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) এবং তার দপ্তরের সংশিণ্টষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনাক্রমে উলি- খিত সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখের মধ্যে রেলওয়ের সকল ক্যাডার কর্মকর্তাদের আবশ্যিকভাবে All Cadre PMIS রেজিস্ট্রেশন পূর্বক PDS মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য ডিজি,বিআরকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

সিএসটিই(টেলিকম), বিআর জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের নিজস্ব জনবল দ্বারা রেলওয়ের ওয়েবসাইটটি নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে এবং রেলভবনে এডিবি'র অর্থায়নে রিফর্ম প্রকল্পের আওতায় Wifi System স্থাপনের নিমিত্তে গত ১৬.০৯.২০১৪ তারিখে পিডি/রিফর্ম অফিস কর্তৃক দরপত্র আহবান করা হয়েছে । তিনি আরো জানান যে, রেলওয়ের সকল ক্যাডার কর্মকর্তাগণকে স্ব উদ্যোগে All Cadre PMIS রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কথা। পরিচালক/সংস্থাপন, রেলভবন, ঢাকা সকল কর্মকর্তার PDS সংগ্রহ পূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার ব্যবস্থা নিচ্ছেন ।

সভাপতি এ পর্যায়ে টিকেট কালোবাজারি এবং ইন্টারনেট এ টিকেট ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জনভোগান্তির বিষয় উল্লেখ করে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি এ সমস্যাসমূহ সমাধানে বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল অতিরিক্ত মহাপরিচালক এবং ট্রাফিক বিভাগের সকল কর্মকর্তাকে টিকেট বিক্রয় ব্যবস্থাপনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) মন্ত্রণালয় ও রেলওয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট করতে হবে।

(২) বাংলাদেশ রেলওয়ের পরিচালনায় রেলওয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

(৩) রেলভবনে Wifi Zone স্থাপনের বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৪) টিকেট কালোবাজারি এবং ইন্টারনেট এ টিকেট ক্রয়ের ক্ষেত্রে সমস্যাসমূহ সমাধানে বাংলাদেশ রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) এবং ট্রাফিক বিভাগের সংশি- ষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে টিকেট বিক্রয় ব্যবস্থাপনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

(৫) ৩০সেপ্টেম্ব ২০১৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে রেলওয়ের সকল ক্যাডার কর্মকর্তা আবশ্যিকভাবে All Cadre PMIS এ রেজিস্ট্রেশন করবেন এবং PDS মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

(৬) মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়েতে e-filing system চালু করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো/অপারেশন/রোলিং স্টক/অর্থ/এমএন্ডসিপি), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। প্রোগ্রামার, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১৬। জিআরপি এর কার্যক্রম।

আলোচনাঃ

ডিআইজি, রেলওয়ে রেঞ্জ আগস্ট২০১৪ মাসে রেলওয়ে রেঞ্জস্থ চট্টগ্রাম ও সৈয়দপুর রেলওয়ে জেলার পুলিশি অভিযান ও মোবাইল কোর্টের বিবরণী এবং উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য ও চোরাচালানি মামলার পরিসংখ্যান সভায় উপস্থাপন করেন।

ডিজি, বিআর জানান যে, অস্ত্র চোরাচালান বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ইতোমধ্যে ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, রেলওয়ে রেঞ্জ, ঢাকা **এবং** চীফ কমানড্যান্ট (পূর্ব) ও (পশ্চিম) কে পত্র দ্বারা অনুরোধ জানানো হয়। সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে চলাচলকারী ট্রেনসমূহে জেলা চোরাচালান নিরোধ টাস্কফোর্সের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার চোরাচালান নিরোধ টাস্কফোর্সের সভাপতি (জেলা ম্যাজিস্ট্রেট) ও অন্যান্য আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অনুরোধ করা হয়েছে। রেলপথ দিয়ে যাতে অবৈধ অস্ত্র ও চোরাচালানী পণ্য পরিবাহিত হতে না পারে সে জন্য রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী'র সদস্যগণকে ইয়ার্ড এবং স্টেশনের দায়িত্ব পালনের সময় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যগণ যাত্রীবাহী ট্রেনের জিআরপি'র সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। এছাড়া, নিরাপত্তা বাহিনীর অফিসার ও প্রহরীদের সহায়তা নিয়ে বাণিজ্যিক বিভাগ কর্তৃক মাঝে মধ্যে রেলপথে চোরাচালান প্রতিরোধে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

সভাপতি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা বাড়ানোর জন্য এবং অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) কে বাংলাদেশ রেলওয়ের মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণকে পত্র প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

ডিজি, বিআর আরো জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রাফিক বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন ট্রেনের নিয়মিতভাবে টিকেট চেকিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সভাপতি মাসিক টিকেট চেকিং ও আয়ের তথ্য একাউন্টস ও পরিবহন বিভাগকে একই ছকে সমন্বিতভাবে দাখিলের নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) ট্রেনে অস্ত্র, মাদকসহ অন্যান্য চোরাইমাল পরিবহন প্রতিরোধকল্পে আরএনবির সাথে সমন্বয় পূর্বক জিআরপির নজরদারি ও তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে। তাছাড়া ট্রেন চালকদের নিরাপত্তাসহ ট্রেনে চেইন টেনে ও হুইস পাইপ খুলে অনির্ধারিত স্থানে চোরাকারবারীরা যাতে ট্রেন থামাতে না পারে এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

(২) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ে ও জিআরপির দুই বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।

(৩) প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের মাসিক টিকেট চেকিং ও আয়ের তথ্য একাউন্টস্ ও পরিবহন ডিপার্টমেন্টকে একই ছকে সমন্বিতভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(৪) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) বাংলাদেশ রেলওয়ের মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণকে পত্র প্রেরণ করবেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। ডিআইজি, রেলওয়ে রেঞ্জ।
৪। পরিচালক (ট্রাফিক), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.১৭। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যথাসময়ে প্রতিবেদন প্রেরণ ।

আলোচনাঃ

সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ অন্যান্য কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য পাক্ষিক/মাসিক প্রতিবেদনসমূহ সময়মত পাওয়া যাচ্ছে না। সভাপতি প্রতি মাসের ০১ তারিখের মধ্যে পাক্ষিক/মাসিক প্রতিবেদনসমূহ প্রেরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রতি মাসের ০১ তারিখের মধ্যে পাক্ষিক/মাসিক প্রতিবেদনসমূহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। তা ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিতব্য পত্রসমূহ দেখে শুনে নির্ভুল তথ্যসহ পাঠাতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১৮। শুদ্ধাচার কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাসিক সমন্বয় সভার অভিযোগ নিষ্পত্তি।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি কার্য দিবসে বাংলাদেশ রেলওয়ের অভিযোগ বক্স খোলা হয় । গত ১০-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ২ টি অভিযোগ পত্র পাওয়া গিয়েছে। অভিযোগ দুটি চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন, বরাবরে প্রেরণ করা হয়েছে এবং মহাপরিচালক, রেলভবন, ঢাকা বরাবরে অনুলিপি প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি বলেন মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের অভিযোগ বাক্স নিয়মিত খুলে প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ প্রতিদিন একবার অভিযোগ বক্স চেক করবেন।
(২) প্রতি সভায় সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের অভিযোগ সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং এ সম্পর্কে গৃহীত ব্যবস্থাদি আলাদাভাবে সভায় উপস্থাপন করবেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এমএন্ডসিপি) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১৯। তথ্য অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত পেপার কাটিং ।

আলোচনাঃ

সিনিয়র সহকারী সচিব (শৃঙ্খলা) জানান যে, তথ্য অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত জুন ২০১৩ হতে ২৫.০৫.২০১৪ পর্যন্ত ২৭৭টি পেপার কাটিং এর বিষয়ে মতামত/ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট ভিন্ন ভিন্ন স্মারকমূলে পত্র প্রেরণ করা হয়। আগস্ট/২০১৪ পর্যন্ত আরও ৫৮টি পেপার কাটিং এর বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য ডিজি,বিআর এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। অদ্যাবধি কোন মতামত/গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি ।

ডিজি, বিআর এর দপ্তর হতে জানানো হয়েছে যে, মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পেপার কাটিংসমূহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণপূর্বক প্রতিবেদনসহ জবাব প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়েছে। সংশিণ্টষ্ট দপ্তরসমূহ হতে প্রতিবেদন পাওয়ার পর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সিদ্ধান্তঃ

পেপার কাটিং এর নিউজের বিষয়ে গুরুত্ব অনুযায়ী দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অধিক সংখ্যক পেপার কাটিং পেয়ে থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

(গ) বিবিধ

৪.২০। কে. পি. আই

আলোচনাঃ

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে জানান যে, কে.পি.আই হিসেবে চিহ্নিত স্থাপনা সমূহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের জন্য জিএম (পূর্ব ও পশ্চিম) কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি কে.পি.আই হিসেবে চিহ্নিত যে সকল স্থাপনা রয়েছে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বাংলাদেশ রেলওয়ের কে.পি.আই হিসেবে চিহ্নিত যে সকল স্থাপনা রয়েছে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। ডিআইজি, রেলওয়ে রেঞ্জ।

৪.২১। নির্ধারিত সময়সূচি অনুসারে ট্রেন পরিচালনা, কন্টেইনার পরিবহন ও অন্যান্য বিষয়।

আলোচনাঃ

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে জানান যে,

(১) সময়ানুবর্তিতার হার ৮৫% এ উন্নীত করার লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে সংশিণ্টষ্ট ডিআরএমগণের নেতৃত্বে বিভাগীয় বিভাগীয় কন্ট্রোল অফিসে এবং অতিরিক্ত জিএম এর নেতৃত্বে কন্ট্রোল অফিসে প্রতিদিন ট্রেন রানিং পর্যালোচনা করার জন্য কমিটি গঠন করা আছে; তা ছাড়া রেলভবনে যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন) কে আহ্বায়ক করে যুগ্ম-মহাপরিচালক (প্রকৌশল) ও যুগ্ম-মহাপরিচালক (মেকানিক্যাল) এর সমন্বয়ে ট্রেনের সময়নুবর্তিতার হার ৮৫% এ উন্নীত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান অবকাঠামো বিশেণ্টষণপূর্বক প্রতিবেদন পেশ করার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। সময়নুবর্তিতার হার উন্নয়নের জন্য সর্বোচ্চ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত আছে।

(২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) ও অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) যৌথভাবে জ্বালানী তেল ও সারবাহী ট্রেন পরিচালনার বিষয়ে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ণ করে বাস্ড়বায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(৩) কন্টেইনার ট্রেন পরিচালনার জন্য মনিটরিং কমিটি গঠন করা আছে এবং কন্টেইনার ট্রেন পরিচালনা মনিটরিং অব্যাহত আছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) উভয় অঞ্চলের আন্তঃনগর ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার ৮৫% এ উন্নীত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) যৌথভাবে সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে চাহিদা মোতাবেক সার ও জ্বালানী পরিবহন নিশ্চিত করবেন।

(৩) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে কন্টেইনার পরিবহনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(৩) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(৪) যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(৫) যুগ্ম-মহাপরিচালক (প্রকৌশল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(৬) যুগ্ম-মহাপরিচালক (মেকানিক্যাল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.২২। জিআইবিআর ।

আলোচনাঃ

জিআইবিআর এর প্রতিনিধি সভায় জানান যে, ইতোমধ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলে পরিদর্শনের কর্মসূচি দেওয়া হয়েছে। সংশিণ্টষ্ট জিএম ও ডিআরএমদের সাথে আলোচনা করে পরিদর্শনের তারিখ নির্ধারণ করে পরিদর্শন শেষে মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করা হবে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) জিআইবিআর নিয়মিত পরিদর্শন অব্যাহত রাখবেন। বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের হার বাড়াতে হবে এবং মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

(২) জিআইবিআর কর্তৃক দাখিলকৃত পরিদর্শন প্রতিবেদন-এর সুপারিশসমূহ যথাযথ বাস্তবায়নের দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। সরকারী রেলওয়ে পরিদর্শক, রেলওয়ে পরিদর্শন অধিদপ্তর।

৪.২৩। টাস্কফোর্সের কার্যক্রম ।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, সিএমই/পূর্ব ও পশ্চিম দপ্তরের পত্রের মাধ্যমে টাস্কফোর্সের প্রদত্ত সুপারিশসমূহ জরুরিভিত্তিতে পরিপালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

(২) ট্রেনের ভিতর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সীট কভার, টয়লেট পরিষ্কার রাখার কার্যক্রম অব্যাহত আছে। কোচের চেয়ার পরিবর্তনের জন্য ইতোমধ্যে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। দরপত্র খোলার তারিখ ২৯-৯-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

(৩) ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নে সংশিণ্ডষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে প্রতিমাসে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এ ছাড়াও ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নে ঘনঘন কর্মকর্তা/পরিদর্শকগণের সমন্বয়ে পরিদর্শন জোরদার করা হয়েছে। কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে জরিমানা আরোপসহ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

সভাপতি ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নের জন্য টাস্কফোর্সকে তাৎক্ষণিক পরিদর্শন করে প্রতিবেদন প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) ট্রাস্ক ফোর্স নিয়মিত পরিদর্শন পূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবেন।
(২) টাস্কফোর্সের প্রদত্ত সুপারিশসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।
(৩) বাংলাদেশ রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে যাত্রীবাহী ট্রেনের রেকের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও চেয়ার পরিবর্তন/মেরামত এর বিষয়ে সাপ্তাহিক ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।
(৪) ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নে টাস্কফোর্স তাৎক্ষণিক পরিদর্শন করে প্রতিবেদন প্রদান করবে এবং এর ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস/আই/অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(৩) যুগ্ম-সচিব(ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
(৪) মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(৫) চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(৬) ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

০৫। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ মনসুর আলী সিকদার এনডিসি)
ভারপ্রাপ্ত সচিব